০২-০৮-১৭ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমাদের পবিত্র থাকার ব্রত-পালন করতে হবে, বাকি নির্জলা থেকে, অনশন ইত্যাদি করার প্রয়োজন নেই, পবিত্র স্বরূপে পরিণত হও তাহলেই বিশ্বের মালিক হবে।

প্রশ্ন:- এইসময় দুনিয়াতে সবচেয়ে উত্তম কে এবং কিভাবে ?

উত্তর:- এইসময় এই দুনিয়াতে সবচেয়ে উত্তম হল গরীব মানুষ, কারণ বাবা এসে তাদের সাথেই মিলিত হন । ধনী মানুষ এই জ্ঞান শুনবেনা । বাবা হলেন দীনের নাথ। তিনি গরীবদের ধনবান করেন।

গান :- আজকের মানুষের কি দশা.... ।

ওমশান্তি । বাচ্চারা গান শুনল। দৈবীয় স্নেহ যাকে ঈশ্বরীয় স্নেহও বলা হয়। এখন ঈশ্বর স্নেহের পদ্ধতি শেখাচ্ছেন কিভাবে একে অপরকে স্নেহ (রুহানী স্নেহ) করা উচিত । ভারতে কতখানি খাঁটি ভালোবাসা ছিল ! যখন ভারত সত্যখন্ড ছিল। সত্যখন্ডের রচনা কে করেন ? সত্যগুরু , সত্য বাবা , সত্য শিক্ষক এই রচনা করেন। এখন তোমরা কার সম্মুখে বসে আছো ? সত্য বাবা যিনি সত্য সুখ প্রদান করেন, সত্য স্নেহের অনুভব করতে শেখান। সত্য জ্ঞান দান করেন, ওঁনার সম্মুখে বসে আছো। মিথ্যা খন্ডে সবকিছুই হয় মিথ্যা । গায়নও আছে সত্যের সঙ্গ করো। সত্য তো একজন-ই । অসত্য তো আছে অনেক । যে বাবা ভারতকে স্বর্গে পরিণত করেন , বেহদের বর্সা দিয়ে থাকেন , তোমরা সে-ই বেহদের পিতার সম্মুখে বসে আছ । যিনি পুনরায় আমাদের বেহদের অর্থাৎ স্বর্গের বাদশাহী প্রদান করতে এসেছেন । সত্য বাবা একজন-ই , যাঁর সঙ্গে তোমরা বিশ্বের মালিক রূপে পরিণত হও। ভক্তিতেও সর্বপ্রথমে একমাত্র শিববাবার সত্য ভক্তি প্রচলিত ছিল। সেই ভক্তিকেই সত্য অব্যভিচারী ভক্তি বলা হয়। বাবা বসে তোমাদের সম্পূর্ণ চক্রের জ্ঞান শোনাচ্ছেন । প্রথমে এক শিববাবার ভক্তি ছিল যাকে অব্যভিচারী ভক্তি বলা হত, তারপর বর্তমানে তোমাদের সত্য জ্ঞানও শোনাচ্ছেন । মিথ্যা ভক্তি প্রথা থেকে মুক্ত করেন। সত্য বাবা দ্বারা তোমরা জ্ঞান প্রাপ্ত করো। তোমরা জানো এই সত্যের সঙ্গ আমাদের স্বর্গে নিয়ে যাবে। সত্য জ্ঞানের দ্বারা ভবসাগর পার হয় আর মিথ্যা জ্ঞানের দ্বারা পতন হয়। এটাই হল অজ্ঞানতা। সত্য জ্ঞান শুধুমাত্র বাবা-ই দিয়ে থাকেন । তোমরা সম্পূর্ণ চক্রের ইতিহাস ভূগোল বুঝেছ। সুতরাং ইনিই হলেন সত্য বাবা , সত্য শিক্ষক । সত্যযুগে সত্য বাবা-ই বলা হবে, কারণ সেখানে মিথ্যা তো হয়-ই না। ঈশ্বরকে সর্বব্যাপী বলা হবেনা । মিথ্যা তো তখনই আরম্ভ হয় যখন মিথ্যা সৃষ্টিকারী ৫ বিকারের উৎপত্তি হয়।

এখন তোমাদের বুদ্ধিতে রয়েছে যে আমরা বেহদের নিরাকার বাবার সামনে রয়েছি । এই বাবাও (ব্রহ্মাবাবা) বলেন আমরা ঐ বাবার (শিববাবার) সম্মুখে আছি। ওঁনাকেই স্মরণ করি। প্রতিক্ষণে স্মরণ করি। বাবার সন্তান কিনা। তোমাদেরও শিববাবাকে স্মরণ করা উচিত এই সাকার বাবাকে নয়। আমাদের জন্যে তো একমাত্র শিববাবা আছেন । তোমাদের জন্যে একটু বাধা আছে , কিন্তু আমার (ব্রহ্মাবাবার) জন্যে কোনো বাধা নেই। তোমাদের দৃষ্টি সাকারের দিকে যায় , আমার দৃষ্টি কোথায় যাবে ? আমার (ব্রহ্মাবাবার) তো ডাইরেক্ট শিববাবার সঙ্গে কানেকশন রয়েছে । তোমাদের

শিববাবাকে স্মরণ করতে হয়। এই সাকার দেহকে ক্রস করতে হয় যাতে স্মরণে সাকারের স্মৃতি না থাকে , আমার জন্যে এক শিববাবাই আছেন । তোমাদের সামনে দুই বাবা রয়েছেন । ব্রহ্মাবাবার সামনে কেবল একজন-ই আছেন। ব্রহ্মাবাবা হলেন শিববাবার সন্তান । তবুও নিরন্তর স্মরণ থাকে না, কারণ বাবা বলেন --- তুমি হলে কর্মযোগী । তোমার বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ চক্র ঘুরপাক খায়। সত্যযুগ ত্রেতায় এতো জন্ম পার হয়েছে তারপর এতো গুলি জন্ম নিয়ে এখন ৮৪ জন্মের চক্র পূর্ণ হচ্ছে । হিসাব রয়েছে কিনা । এখন কলিযুগের অন্তিম সময় এরপর নতুন চক্র ঘুরবে। হিস্ট্রী-জিওগ্রাফি আবার রিপিট হয়। সত্যযুগে কারা ছিল , কোথায় রাজত্ব ছিল । এইসব কথা তোমাদের জানা আছে যে সম্পূর্ণ বিশ্বে দেবতাদের রাজত্ব ছিল । এখন বলা হয় তোমরা আমাদের সীমারেখা থেকে দূরে থাকো , আমাদের সীমানার জল ব্যবহার করবেনা । বাবা-তো হলেন বেহদের মালিক। বাবা বলেন আমাকে স্মরণ করো। এই বাবা ( সাকার বাবা) বলেননা । এনার দ্বারা নিরাকার বাবা আত্মারা তোমাদের বলেন আমাকে স্মরণ করো তাহলে তোমরা কখনও রুগী বা অসুস্থ হবেনা । এখানে পিতা সন্তানের জন্মের পরে পালনা করেন তারপর যদি হঠাৎ সন্তানের মৃত্যু হয় তখন তাদের কত দুঃখ অনুভব হয়। তখন শরীর নির্বাহের জন্যে নিজেকেই সার্ভিস করতে হয়। এখানে তো হল-ই দুঃখধাম । বাবা তোমাদের কোনো কষ্ট দেননা । শুধু বলেন আমাকে স্মরণ করো তাহলেই বিকর্মের বিনাশ হবে। বাবাকে এবং বর্সাকে স্মরণ করো। বাচ্চারা জানে যে পিতার সম্পত্তি প্রাপ্ত হবে তবুও নিজের জন্য উপার্জনের জন্যে ব্যবসা ইত্যাদি নিশ্চয়ই ক'রে । সম্পত্তি প্রাপ্তির জন্যে বসে থাকেনা । বাকি যারা রাজবংশে জন্ম নেয় তারা রাজ-সম্পত্তির জন্যে বসে থাকে। অনেক দান-পুণ্য করলে রাজবংশে জন্ম হয়। রাজত্ব সামলাতে হয়। সেই রাজারা হল পতিত । এখন তোমাদের পবিত্র রাজার কাছে জন্ম নিতে হবে। লক্ষ্মী-নারায়ণের গৃহে বা সূর্যবংশী রাজবংশে জন্ম হবে, সেখানে কোনোরকম দুঃখ থাকেনা । সকল প্রকারের দুঃখ থেকে মুক্তি হয়। বাবা এসে ধৈর্য দেন। এখন এ হল অন্তিম জন্ম। তোমাদের জন্ম-জন্মান্তর ধরে এই অবস্থা হয়। বাচ্চাদের দুঃখধামে পতন হয় , সুখধাম আসবে কিভাবে । এখানে অনেক দুঃখ আছে, সুখ রয়েছে অল্পকালের । যদিও অনেক ধন-সম্পদ সম্পন্ন মানুষেরা আছে তাদেরও অনেক দুঃখ আছে। এইসময়ে যে গরীব সে-ই সবচেয়ে ভাল। বাবা এসেছেন গরীবদের ধনী রূপে পরিণত করতে। দান ইত্যাদি গরীবদের করা উচিত । সবাই তো সাধারণ কিনা । বাকি যারা লক্ষপতি হয় যাদের কাছে কোটি টাকার সম্পদ থাকে তাদের যতই বোঝাও তাদের নিজেদের সম্পত্তির অভিমান থাকেই। বাবা বলেন এমন লোকেদের কি ধন দান করবে ! আমি হলাম দীনের নাথ । এমন কন্যা , মাতারাই জ্ঞান গ্রহণ করে থাকে। কন্যাদের কত সম্মান করা হয় , সবাই পূজো ক'রে , তারপর তারা বিবাহের পরে পূজারী রূপে পরিণত হয়। কত পবিত্র , বিবাহের পরেই পূজারী পতিতে পরিণত হয়। স্বামীকে পরমেশ্বর ভেবে মাথা নোয়ায় । তাদের দাসত্ব স্বীকার ক'রে । তাই বাবা এসে দাসী-বৃত্তি থেকে মুক্ত করেন। বাচ্চারা সংখ্যায় বৃদ্ধি পায়। তোমরা বোঝাতে পারো আমরা প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান শিববাবার পৌত্র পৌত্রী । ওঁনার সম্পত্তিতে আমাদের অধিকার আছে। ওঁনার সম্পত্তি হল বেহদের ( অসীমের ) । বিশ্বের মালিক করেন। তাঁর আদেশ হল বাচ্চারা মামেকম্ স্মরণ করো, আমি সত্য বলছি - তোমরা নারী থেকে লক্ষ্মী রূপে পরিণত হবে। এরজন্যে কোনো ব্রত পাঠ বা নির্জলা ব্রত-পালন করতে হবেনা । আগে যে সমস্ত ব্রত-পালনের নিয়ম করেছ, ৭ দিন ভোজন গ্রহণ করতে না । এই ভেবে যে নির্জলা ব্রত-পালনে কৃষ্ণপুরী প্রাপ্ত হবে । বাস্তবে সত্য ব্রত-পালন হল পবিত্র থাকা। তারা তো জোর করে উপবাস ইত্যাদি ক'রে । বাচ্চারা তোমাদের একটুও অনশন ইত্যাদি করতে হবেনা । হ্যাঁ কিন্তু পবিত্র হওয়ার পরিশ্রম করতে হবে। আমরা

সবাইকে পবিত্র করে তুলব। এটাই তোমাদের কর্তব্য । বাকি নির্জলা থাকা , অনশন করা এইসব কর্মে কোনো লাভ হয়না । তোমরা শুধু পবিত্র থাকার প্রতিজ্ঞা করো। মায়েরা স্বামীর মৃত্যুতে অনেক দুঃখ ভোগ করেন। তাদের বোঝানো উচিত যে এখন স্বামীদের স্বামী (স্বয়ং পরমেশ্বর ) এসেছেন । তিনি বলেন শুধুমাত্র আমাকে স্মরণ করো তাহলেই স্বর্গের মালিক হবে। ইনি হলেন স্বামীদের স্বামী , পিতাদের পিতা। স্বামী হারানো স্ত্রী-কে জ্ঞান দান করে শিববাবার সঙ্গে গাঁঠ-ছড়া বেঁধে দেওয়া উচিত । বোঝানো উচিত তোমরা কান্না -কাটি করোনা , সত্যযুগে কান্নার প্রয়োজন নেই। এখানে দেখ সবার চোখে জল । ভারতে সত্য দেবতাদের রাজত্ব ছিল। আজকাল একে অপরকে আঘাত করতে থাকে। অসুরী রাজ্য কিনা। লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্র খুবই সুন্দর । এতেই সমস্ত সেট রয়েছে । ত্রিমূর্তি , লক্ষ্মী-নারায়ণ , রাধে-কৃষ্ণ রয়েছে , প্রতিদিন এই চিত্র দর্শন করলেও এই কথাটি স্মরণে থাকবে যে শিববাবা ব্রহ্মা দ্বারা আমাদের এই স্বরূপে পরিণত করছেন। বাড়িতেও ছোট ছোট বোর্ডে লিখে দাও। বেহদের পিতাকে জানলে তোমরা ২১ জন্মের জন্যে স্বরাজ্য পদ প্রাপ্ত করতে পারো। ধীরে ধীরে অনেক মানুষ বোর্ড দেখে তোমাদের কাছে আসবে।

তোমরা হলে রুহানী অবিনাশী সার্জেন । রুহানী সার্জারীর কোর্স পাশ করেছ , বোর্ড লাগাতে হবে। বলো , এই বাবাকে স্মরণ করলে তোমরা বেহদের বাদশাহী প্রাপ্ত করবে। বাবা অনেক ভাল প্রশ্ন লিখেছেন। বাবার রুহানী বাচ্চারা সংখ্যায় কত ? বহু সন্তানের পিতা কিনা। তাতে ভাই-বোন দুই-ই রয়েছে । বাবার কাছে এলে বোঝানো হয় কতজন বী.কে আছে। কত জন বাচ্চা আছে। বাচ্চাদের বৃদ্ধি হতেই থাকে। তোমরা বোঝাতে পারো আমরা ভাই-বোন --- বিকার যুক্ত দৃষ্টি যাবেনা । বাবা বলেন দেহ সহ দেহের মিথ্যা সম্বন্ধ গুলো ভুলে আমাকে স্মরণ করো তাহলেই তোমরা পবিত্র হবে। তোমরা প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হয়ে আসো যে আমার এক শিববাবা অন্য কেউ নয়। বৃদ্ধা মায়েরা এই দুটি শব্দ স্মরণ করলে অনেক কল্যাণ হবে। আমরা ৮৪ বার জন্ম গ্রহণ করি। এখন আমরা ব্রাহ্মণ তারপরে দেবতা, ক্ষত্রিয় , বৈশ্য , শূদ্র রূপে পরিণত হব। ব্রাহ্মণ নিশ্চয় হতেই হবে পূর্বে কল্প অনুযায়ী । অনেকে পরিণত হবে। এখন ব্রাহ্মণ বাচ্চারা যারা বিদেশে বসবাস ক'রে তারাও বেরিয়ে আসবে। স্মরণ করতেই থাকে। বাবা বলেন নিজের পরিবারে থেকে নিজেকে আত্মা রূপে স্মরণ করো। নিজেকে শিববাবার পৌত্র রূপে স্মরণ করো। আমরা সে-ই ব্রাহ্মণ যারা দেবতা রূপে পরিণত হব। কলিযুগে মানুষ আছে , সত্যযুগে দেবতায় পরিণত হবে। কলিযুগে সবাই হল অসুরী মনুষ্য । এখন তোমরা দৈবী সম্প্রদায়ের হয়েছ। এইসব কথা বাবা-ই বলেন , আর কেউ নয়। এইসব বর্ণের বিষয়ে কেউ জানেনা । তোমরা হলে ব্রাহ্মণ, তোমরাই নলেজ বোঝাতে পারো । তোমরা হলে বী.কে। যতক্ষণ তোমাদের কাছে জ্ঞান প্রাপ্ত না করে থাকে ততক্ষণ বুঝতে পারবে না । তোমরাই তা দিতে পারো, এরজন্যে মন হৃদয় খুবই পরিষ্কার হওয়া দরকার , মন পরিষ্কার হলেই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে। কারো মন পরিষ্কার থাকেনা , সত্য হৃদয় দিয়ে বাবার সেবায় যুক্ত হওয়া উচিত । আগ্রহ থাকতে হবে । আমাদের কর্তব্য হল বোঝানো । এই কথাও জানো যে ১০৮ টি মাথা ঘাঁটলে একটি মাথায় জ্ঞান ঢুকবে। একজন বা দুইজন বেরিয়ে আসবে , যারা কল্প পূর্বেও বেরিয়েছিল। যে বী.কে ছিল সে-ই আসবে। ক্লান্ত হয়োনা । তোমরা পরিশ্রম করতে থাকো। কেউ তো বেরোবেই । যেখানেই যাও আত্মীয়-স্বজনের কাছে , বিবাহ ইত্যাদি অনুষ্ঠানে যাও --- প্রত্যেককে কর্ম অনুযায়ী পরামর্শ দেওয়া হয়। মুখ্য কথা হল পবিত্র থাকা। কখনও বাইরে ভোজন গ্রহণ করতেও হয়। আচ্ছা বাচ্চারা , শিববাবার স্মরণে থাকলে মায়ার প্রভাব পড়বেনা । বাবা সবাইকে ছুটি দেননা । নিরুপায় অবস্থা দেখে নির্ণয় নেওয়া হয়। নাহলে চাকরি চলে যাবে। প্রত্যেককে আলাদা-আলাদা পরামর্শ দেওয়া হয়।

দুনিয়াটা খুব খারাপ । অনেকের সাথে থাকতে হয়। একটি কাহিনী আছে । গুরু বললেন শিষ্যকে বাঘের গুহায় থাকো। বেশ্যার কাছে থাকো .... পরীক্ষার জন্যে পাঠিয়েছেন। বাস্তবে সেইসব কোনো পরীক্ষা নয় । এইসবই বাচ্চারা তোমাদের জন্যে । তোমাদের বাঘের কাছে তো পাঠানো হবেনা । বাবাতো বলেন যে সে যেই হোক তাকেই বাবার পরিচয় দাও। দিন-প্রতিদিন বুদ্ধির তালা খুলে যাবে । বৃক্ষের বৃদ্ধি তো হবেই , তবে তো বিনাশ আরম্ভ হবে। তার আগে বিনাশও হতে পারবেনা । এখানে তো রাজধানীর স্থাপনা হচ্ছে । বাবা তো বলেন শুধুমাত্র আমাকেই স্মরণ করো। আচ্ছা ।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদেরকে মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) জ্ঞান ধারণ করতে হলে হৃদয় মন পরিষ্কার রাখতে হবে । হৃদয়ের সততার আধারে বাবার সেবায় যুক্ত হতে হবে। সেবায় কখনও ক্লান্ত হবেনা ।

২) কথা দিতে হবে আমার তো একমাত্র শিববাবা, অন্য কেউ নয়। দেহ সহ দেহের সকল মিথ্যা সম্বন্ধ ত্যাগ করে এক বাবার সঙ্গে সম্বন্ধে যুক্ত হতে হবে। গরীবদের জ্ঞান ধন দান করতে হবে।

বরদান :- কন্ট্রোলিং পাওয়ার বা নিয়ন্ত্রণ শক্তি দ্বারা ভুলকে নির্ভুল ক'রে এমন শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থী হও (ভব) ।

ব্যাখা: শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থী সে হয় যে সেকেন্ডের মধ্যে নিয়ন্ত্রণ শক্তি দ্বারা ভুলকে নির্ভুল বা সঠিক করে দেয়। এমন নয় যে ব্যর্থকে কন্ট্রোল করতে চায়, ভুল বুঝতেও পারে কিন্তু আধ-ঘন্টা ধরে চলতেই থাকে। একে-ই বলা হবে অল্প-অধীন এবং অল্প - অধিকারী । যখন বুঝতে পারো যে এটা সত্য নয়, যথার্থ নয় বা ব্যর্থ বিষয় তখন সেই সময়েই ব্রেক লাগিয়ে দেওয়া হল --- এই হল শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ । নিয়ন্ত্রণ শক্তির অর্থ এই নয় যে ব্রেক লাগাবে এইখানে আর লাগবে ঐখানে ।

শ্লোগান - নিজের স্বভাবটি সরল করে নাও তাহলেই সময় ব্যর্থ হবেনা।